POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
21

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 25 শে মে, 2017 25 হিজরত, 1396 হিজরী শামসী 28 শাবান 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরুপনকারী) বিষয়ক সুস্পষ্টট প্রমাণাদি স্বরূপ। (আল-কুরআন)

যখন রমযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে বন্দী করে দেওয়া হয়। (হাদীস)

রোযার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন একটি আহার বর্জন করে, যা কেবল দৈহিক বিকাশ ঘটায়, অন্য আহার লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির কারণ। (মসীহ মওউদ)

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হইলা, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাহাদের উপর ফিদিয়া-এক মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্যই তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরুপনকারী) বিষয়ক সুস্পষ্টট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্ মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রর্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়'। (আল-বাকারা: ১৮৪-১৮৭)

হাদীসে নবুবী (সা.)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যখন রমযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে বন্দী করে দেওয়া হয়।

(বুখারী কিতাবুস সউম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেন মানুষের সমস্ত কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং তার প্রতিদান হব। অর্থাৎ তার সেই পুণ্যের প্রতিদানে আমি তাকে আমার নিজের দর্শন দিব। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা হল বর্ম স্বরূপ। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ যখন রোযা রাখে, তখন সে যেন কোন অনর্থক ও বাজে কথা না বলে এবং চিৎকার চোঁচমেচি না করে। যদি তার সঙ্গে কেউ গালিগালাজ করে বা বচসা করে তবে সে যেন বলে যে, আমি রোযা রেখেছি। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণবায়ু রক্ষিত আছে! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তা'লার নিকট মৃগনাভির চেয়ে বেশি পবিত্র ও সুগন্ধময়। কেননা সে তার নিজের এই অবস্থা খোদা তা'লার কারণে করেছে। রোযাদারের জন্য দুইটি খুশি নির্ধারিত আছে। একটি খুশি সে সেই সময় লাভ করে যখন রোযার ইফতার করে এবং দ্বিতীয় খুশি তখন প্রাপ্ত হবে যখন রোযার কারণে সে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাত লাভ করবে।

(বুখারী, কিতাবুস সউম)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" রোযার তাৎপর্য সম্পর্কেও কি মানুষ অনবহিত! প্রকৃত বিষয় হল, যে দেশে মানুষ যায় না এবং যে জগত সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল নয়, সে তার সম্পর্কে কি-ই বা বর্ণনা করবে! রোযা কেবল মানুষের অভুক্ত ও পিপাসার্ত থাকার নাম নয়, বরং এর একটি তাৎপর্য ও প্রভাব রয়েছে যা অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটি নিহিত, সে যত কম আহার করে তত বেশি আত্মশুদ্ধি ঘটে এবং দিব্য-দর্শনের (কাশ্‌ফ) শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই, একটি আহার কম করে অন্যটি বর্ধিত করা। রোযাদারকে সবসময় একথা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, এর উদ্দেশ্য কেবল ক্ষুধার্ত থাকা নয় বরং তার উচিত খোদা তা'লার স্মরণেই সময় কাটানো যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন একটি আহার বর্জন করে, যা কেবল দৈহিক বিকাশ ঘটায়, অন্য আহার লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির কারণ। আর যারা প্রথা হিসেবে রোযা রাখে না, কেবল খোদার উদ্দেশ্যে রোযা রাখে তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার মহিমাকীর্তন, পবিত্রতার গুণগান এবং একত্ববাদের স্তুতি করা। " (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রোযা: আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং দৈহিক সংযম

প্রতি বছর রোযা আমাদের কাছে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণরূপে এসে থাকে। মাহে রমযানে নির্দিষ্ট সময়ে রোযা রাখতে হয়, নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করতে হয়, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পিপাসা ও ক্ষুধার জন্য মানুষের অনুভব শক্তি সতেজ হয়, ফলে তার বিবেক বুঝতে পারে, জাতির সেসব দরিদ্র এবং অনুন্নত ব্যক্তিদের অবস্থা কিরূপ যাদের আহার করার জন্য অর্থ নেই। যেমন, অনাথ ও বিধবাদের কত কি যে সহ্য করতে হয়। রোযাদার যদি চেতনাশীল হয় তবে সে সহজে বুঝতে পারে যে মানবতার কত বড় শিক্ষা রয়েছে এই রোযার মধ্যে! সব শ্রেণীর লোকের মাঝে ঘনিষ্ঠতা, ঐক্য, সাম্য, প্রেম, হৃদ্যতা, শৃঙ্খলাবোধ, পরিশ্রম, কষ্ট, সহিষ্ণুত, সময়ানুবর্তিতা, উত্তম ব্যবহার, সৌজন্য, সংযম এবং সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টা এ সব বিষয়ের জন্য রমাযন মাসে পবিত্র সাধনা বা বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ রোযার মাধ্যমে মিথ্যা অহংকার, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবাদিতা, অপব্যয়, নেশাপ্রিয়তা, পাষানচিত্ততা, নির্লজ্জতা ইত্যাদি কদাচারসমূহ সমাজ দেহ হতে বিধৌত হয়ে শুধু ব্যক্তি চরিত্রই নয়, জাতীয় চরিত্রেরও উন্নতি সম্ভবপর হয়। কিন্তু রোযা রেকে যদি অসৎ কাজ পরিহারের প্রচেষ্টা না থাকে এবং সদগুণ অর্জনের উদ্যম না থাকে তাহলে সেই রোযা রাখা নিরর্থক।

এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

" অনেক লোক ছোট ছোট কষ্টে ভীত হয়। এ শ্রেণীর লোকও সারা মাস রোযা রাখে এবং কষ্ট করে। এতে তারা প্রমাণ করে, তারা উপবাস করতে এবং কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম। এরূপে তাদের কষ্ট স্বীকার করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। অতএব এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, ধর্মের সেবার জন্যে অধিকতর উদ্যমী হওয়া আবশ্যক এবং কষ্ট দেখে ভীত হওয়া উচিত নয়। লক্ষ্য করা উচিত, কাজ করার সংকল্প বা নিয়্যত করা ও না করার মধ্যে কত প্রভেদ রয়েছে। রমযান মাসে নিয়্যত করা হয় যেন, রোযাদর দিবাভাগে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে। কিন্তু অন্য সময়ে এ নিয়্যত থাকে না বলে তখন দু-ঘন্টার ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করা যায় না। সুতরাং নিয়্যত বা সংকল্পের দ্বারা বড় বড় কাজ করা সম্ভব। অনুরূপভাবে আমাদের নিয়্যত ও সংকল্পকে এভাবে দৃঢ় করে নেওয়া উচিত, যেন আমরা খোদার ধর্ম প্রচারে কোন ত্রুটি না করি এবং ধর্মের বিষয়ে কোন কষ্টকে কষ্ট বলে মনে না করি"।

(দৈনিক আল-ফযল, ১২ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪)

খোদার জন্য এবং তাঁর ধর্মের জন্য যাদের হৃদয়ে ভালবাসা আছে এবং যারা শুধু দুনিয়ার ভালবাসায় আত্মহারা হয়নি তাদের জন্য এরূপ সংকল্প গ্রহণ করার মহান শিক্ষা রয়েছে রমযানের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অনুপম সাধনার মাঝে।

রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব

রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

'রমযান সেই মাস যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন'।

(সুরা বাকারা: ১৮৬)

রমযান মাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল, এ পবিত্র মাসে কুরআন করীম নাযেল করা হয়েছিল। আর প্রতি বছর এ মাসে হযরত জীব্রাইল (আ.) -এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে বছরের অন্যান্য সময়ে এবং পূর্বে যতখানি কুরআন অবতীর্ণ হতো রমযানে তা পুনরাবৃত্তি করা হতো। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে হযরত জীব্রাইল (আ.) তাঁ কাছে দুই বার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কুরআন করীম তিলাওয়াত করেন (বুখারী) এতে তিনি বুঝতে পারেন, কুরআন করীম নাযেল সমাপ্ত হয়েছে।

এ পবিত্র মাসে রোযার কল্যা, আজ্ঞানুবর্তিতা এবং কুরআন পাঠ-এসব ইবাদত একত্রে মানবচিত্রে এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অবস্থা সৃষ্টি করে। আঁ হযরত (সা.) বলেন:

" রমযান ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে খোদা, আমি তাকে পানাহার এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছি তাই তুমি তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি এবং তাকে ঘুমাতে দিই নি, এ কারণে তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর। তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে"। (বাইহাকী)

রোযা রেখে কুরআন করীম পাঠ করা, এর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করা এবং এর অনুশাসনাদি পালন করার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি সতেজ হয়। সে শয়তানি খেয়াল ও প্রভাব হতে নিরাপদ থাকে। অধিকন্তু মানুষ এক অনাবিল আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও পরম সম্পদ লাভ করে যা শুধু অভিজ্ঞতায়ই উপলব্ধি করা যায় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

সুনিয়ন্ত্রিত সুখাদ্য যেমন দেহকে সুস্থ, সবল ও আনন্দময় করে তেমনি সুনিয়ন্ত্রিত ইসলামী রোযা আত্মাকে সুস্থ, সতেজ ও উর্দ্ধগামী করে। বস্তুত মাহে রমযানের পবিত্র দিনগুলি বড়ই বরকতপূর্ণ। যে নিতান্তই দুর্ভাগা এবং অপরিণামদর্শী, একমাত্র সে-ই কল্যাণ হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখে এবং অন্যান্য দিনের মতই পানাহারে মত্ত থাকে।

(সৌজন্যে: *ahmadiyyabangla.org*)

রোযার সময় যাবতীয় প্রকারের মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন।

এরশাদ: সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ অর্থাৎ রোযা বর্ম বা ঢাল স্বরূপ। এর ব্যখ্যা করতে গিয়ে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

এই বর্ম আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য উপলব্ধ রেখেছেন, কিন্তু এটি প্রয়োগ করার পদ্ধতিও জানা উচিত। এর জন্য কিছু আবশ্যক করণীয় আছে, এগুলি পূর্ণ করলে তবেই এই বর্মের আড়ালে থেকে তাকওয়া অবলম্বন করার তৌফিক লাভ হবে। এই বর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে যতক্ষণ আমরা রোযা চলাকালীন মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে থাকব, মিথ্যা, পরনিন্দা ও পরচর্চা , পরস্পরের অধিকার হরণ থেকে বিরত থাকব, এবং নিজের শরীরের প্রতেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে সুরক্ষিত রাখব যাতে সেগুলির দ্বারা কোন অন্যায় কাজ সম্পাদিত না হয়, প্রত্যেকে অপরের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টিপাত করার পরিবর্তে নিজের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করবে। যখন রোযার মধ্যে এইভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করা হবে এবং কান, চোখ, জিহ্বা এবং হাত থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকবে বরং এগুলি তাদের সাহায্য করবে, তখন রোযা তাকওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমরা অশেষ প্রতিদানের অংশীদার হবে।

(খুতবা জুমা, ৭ই অক্টোবর, ২০০৫)

রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

" আমাদের দেহে দৈনিক যে রূহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয়, ত দূর করার জন্য আরেকটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য তিনি দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্য রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়াতেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লা তার সামনে এলেও তাঁকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকটাত্মীয় সম্মুখে দাঁড়ালেও সে তাকে চিনতে পারে না। অনেকে মনে করে, তারা রোযা রেখে খোদার বড়ই উপকার করেছে। এরূপ মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক যখন কোন রুগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করলে যদি সে রুগী মনে করে যে সে রক্ত দিয়ে ডাক্তারের বড়ই উপকার করেছে তা হলে তার অপেক্ষা বড় মূর্খ আর কে আছে? ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রুগীর জন্য কল্যাণজনক। তদ্রুপ যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা'লার কোন উপকার করে না, বরং এটা তার উপর খোদার অনুগ্রহ যে তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এ দিনগুলির যত বেশি সদ্ব্যবহার করব, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে যেগুলি ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।"

(আল-ফযল, ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫)

জুমআর খুতবা

আমাদের প্রতি খোদার এ ফযল ও অনুগ্রহ হয়েছে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছি, তাঁর হাতে বয়আতকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। এ বিষয়টি যেখানে আমাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হওয়াও উচিত কেননা, মানার পর আমরা যদি ঈমান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উন্নতি না করি, তাহলে মানার কোন অর্থ নেই, সেখানে কোন প্রকার হীনমন্যতার স্বীকার না হয়ে আর ভীরুতা প্রদর্শন না করে,স্পষ্টভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করা উচিত।

এখানকার মানুষের সাথে মেলামেশা এবং অন্যদের সাথে উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের আহমদীরা অনেক এগিয়ে রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ইবাদত ও খোদার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সেই মান দেখা যায় না, যা একজন আহমদীর মাঝে থাকা উচিত।

একইভাবে পারস্পারিক সম্পর্কের মানেও ঘাটতি রয়েছে। মানুষের সাথে সম্মানজনক আচরণ করার ক্ষেত্রে ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মাঝে ঘাটতি রয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযোগ আসে। ওহদাদারদের জন্য মানুষের হৃদয়ে সম্মানের মানকেও উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছেন, তা শুধু বিশ্বাসের সংশোধনের সাথেই সম্পর্ক রাখে না, বরং উদ্দেশ্য ছিল সর্বস্তরে, সকল পর্যায়ে এবং সকল দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহারিক সংশোধনকারী জামা'ত হওয়া। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সবার আত্মবিশ্লেষণ করার উচিত যে, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি কি না?

প্রচার মাধ্যম এ চেষ্টাই করে যে, ইসলামের সুন্দর চিত্র যেন পৃথিবীর সামনে কখনোই ফুটে না উঠে। তাই আমাদের কাজ হল, এ বাণীকে, যা প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সন্ধি এবং আল্লাহ্ও বান্দার অধিকার প্রদান সংক্রান্ত বাণী, এর প্রচারে চেষ্টা অব্যহত রাখা। অ-আহমদীদের উপর 'ইসলামী নীতি-দর্শন' পুস্তকের অসাধারণ প্রভাবের উল্লেখ। শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে তাদেরকে এই পুস্তক অবশ্যই দেওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তকাবলীতে, তাঁর বক্তৃতায় সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাই আমি বলেছিলাম আর বলে থাকি যে, পড়া উচিত। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এগুলো পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়াদী রয়েছে বা দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদী বা জ্ঞানগর্ভ অন্যান্য বিষয় রয়েছে। এ সব বিষয়ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্যে দেখা যায়। খলীফারা এগুলোর বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এদিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, এগুলো পাঠ করুন এবং এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন।

অনুরূপভাবে যে সমস্ত সামাজিক ব্যাধি রয়েছে, আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার সেই মান অনেকের মাঝে দেখা যায় না, যা হওয়া উচিত, বরং হিংসা-বিদ্বেষ তাদের মাঝে দেখা যায়। অতএব, নিজের হৃদয়ে উকি মেরে দেখা প্রয়োজন। অন্যের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না যে, অন্যরা কেমন? আত্মসংশোধন করুন এবং নিজেকে দেখুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ফ্রাঙ্কফোর্টের রনহামে প্রদত্ত ২১ শে এপ্রিল , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২১ শাহাদাত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আমাদের প্রতি খোদার এ ফযল ও অনুগ্রহ হয়েছে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছি, তাঁর হাতে বয়আতকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। এ বিষয়টি যেখানে আমাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হওয়াও উচিত কেননা, মানার পর আমরা যদি ঈমান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উন্নতি না করি, তাহলে মানার কোন অর্থ নেই, সেখানে কোন প্রকার হীনমন্যতার স্বীকার না হয়ে আর ভীরুতা প্রদর্শন না করে,স্পষ্টভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করা উচিত।

কোন কোন যুবক-যুবতী হৃদয়ে অনেক সময় এ ধারণা জন্ম নেয় যে, মুসলমানদের যা অবস্থা এবং যে নৈরাজ্য ও হানাহানি তাদের প্রতি আরোপিত হয়, সে দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম সম্পর্কে বেশি কথা না বলাই ভালো। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যদিও এদের অধিকাংশই খুব কর্মঠ। লিফলেট ও পুস্তিকাদি বিতরন ইত্যাদির রিপোর্টে দেখা যায় যে, তারা অনেক বড় সংখ্যায় অংশ নিয়েছে, কিন্তু একটি শ্রেণি এমনও আছে, যারা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে হীনমন্যতার শিকার হয়ে যায়। নিজেদেরকে তো মুসলমান বলতেই হবে, কেননা আমরা মুসলমান। কিন্তু তারা এটি সেভাবে প্রকাশ করে না, যেভাবে প্রকাশ করা উচিত। অথচ অন্যান্য মুসলমানদের অপকর্ম দেখে ইসলামের প্রকৃত চিত্র প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহস আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত এবং আমরা বলতে সাহস পাব যে, মুসলমানদের এই অবস্থা বস্তুতঃ ইসলামের সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। কেননা, মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এক যুগ এমন আসবে, যখন মুসলমানরা বিকৃতির শিকার হবে, ফিতনা এবং নৈরাজ্য দেখা দেবে আর নামধারী আলেমরা এ সবের জন্য দায়ি হবে। (আল জামে লিশোয়বিল ঈমান, লিল বাইহাকি, ৩য় ভাগ) মুসলমানদের উপর বস্তুবাদিতা ছেয়ে যাবে, তখন মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে আর তিনি ইসলামের প্রকৃত চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবেন। ইসলামের প্রকৃত বাণী এবং শিক্ষা তিনি পৃথিবীতে প্রচার করবেন। আর আমরা আহমদীরা হলাম সেই সব মানুষ, যারা এই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী। আর আমরা হলাম সেই শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত যেটি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা, যার সুন্দর রূপ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দেখিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। কাজেই, কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই।

অনুরূপভাবে কিছু মানুষ পাশ্চাত্যের এ সব দেশে এসে বস্তুবাদি পরিবেশের প্রভাবে জাগতিকতার মধ্যে অনেক বেশি নিমজ্জিত হয়ে গেছে। যদিও এরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার মৌখিকভাবে করে কিন্তু কার্যত এদের কর্ম ভিন্ন হয়। এখানকার মানুষের সাথে মেলামেশা এবং অন্যদের সাথে উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের আহমদীরা অনেক এগিয়ে রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ইবাদত ও খোদার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সেই মান দেখা যায় না, যা একজন আহমদীর মাঝে থাকা উচিত।

একইভাবে পারস্পারিক সম্পর্কের মানেও ঘাটতি রয়েছে। মানুষের সাথে সম্মানজনক আচরণ করার ক্ষেত্রে ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মাঝে

ঘাটতি রয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযোগ আসে। ওহদাদারদের জন্য মানুষের হৃদয়ে সম্মানের মানকেও উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছেন, তা শুধু বিশ্বাসের সংশোধনের সাথেই সম্পর্ক রাখে না, বরং উদ্দেশ্য ছিল সর্বস্তরে, সকল পর্যায়ে এবং সকল দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহারিক সংশোধনকারী জামা'ত হওয়া। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সবার আত্মবিশ্লেষণ করার উচিত যে, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি কি না?

জার্মানীতে মসজিদ নির্মাণ এবং জামা'ত প্রতিষ্ঠিত লাভের সাথে জামা'তের পরিচিতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে আমাদের উপর পৃথিবীর সমালোচনামূলক দৃষ্টিও বাড়ছে। এটি জানা কথা যে, আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমরা পরিচিত হব আর পরিচিতির বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের উপর সমালোচনামূলক দৃষ্টিও পড়বে আর সেই সমালোচনামূলক দৃষ্টি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব,এ বিষয়ের দাবি হল, আমাদের সবার আচরণগত মানের উন্নতি সাধন করা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের লক্ষ্য অর্জন করা।

আমি সব সময় বলি আর পুনরায় স্মরণ করাচ্ছি যে, অন্তত পক্ষে ৯৯.৯ ভাগ আহমদীর এ সব দেশে বসবাসের অনুমতি পাওয়া,তাদের ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতার কারণে নয়, বরং আহমদীয়াতের কারণে এটি হয়েছে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপনকারী প্রতিটি আহমদী আহমদীয়াতের নীরব মুবাল্লেগও বটে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানকার বেশিরভাগ আহমদীর উত্তম আদর্শ আর উন্নত সম্পর্কের কারণে মানুষের উপর জামা'তের ভালো প্রভাব রয়েছে। এর বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন সময়ে ঘটে থাকে। গত কয়েকদিনে এখানকার বিভিন্ন শহরে মসজিদের উদ্বোধন এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান হয়েছে। স্থানীয় মানুষরা তাতে অংশগ্রহণ করেছে আর জামা'ত সম্পর্কে তারা যে মতামত প্রকাশ করেছে এবং প্রশাসন ও স্থানীয় রাজনীতিবিদদের যে দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তা এ কথার সত্যায়ন করে যে, আল্লাহ তা'লার কৃপায় স্থানীয় লোকদের উপর স্থানীয় আহমদীদের ভালো এবং ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু একই সাথে আমি এটিও অনুধাবন করেছি যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যেভাবে তুলে ধরা উচিত, সেভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না। কেননা, এ সব উপলক্ষ্যে আমি যখন ইসলামী শিক্ষার প্রেক্ষাপটে কথা বলি বা যখনই এদের সাথে আমার কথা হয়েছে, অনেকেই এ কথাই বলেছে যে, ইসলামের এই প্রকৃত শিক্ষার কথা আমরা জানতাম না, আমাদের জানা ছিল না। সবাই পরিষ্কারভাবে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এটি স্বীকার করেছেন যে, ইসলামী শিক্ষার এ দিক তো আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। আমাদের মাথায় ইসলামের সেই চিত্রই রয়েছে, যা প্রচার মাধ্যম তুলে ধরে।

তারা এ কথাও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে কিছু আহমদী আমাদের পরিচিত, তাদের আমন্ত্রণে আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু আমাদের কিছু দ্বিধা ছিল, ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা ভিন্ন বিষয় আর জামা'তীভাবে কাউকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো ও নিয়ে আসা এবং জামা'তের প্রেক্ষাপটে কথা বলা ভিন্ন বিষয়। মানুষ মনে করে যে, ঠিক আছে! এ আমার বন্ধু, ব্যক্তিগতভাবে হয়তো সে ভালো মানুষ হবে। কিন্তু জানি না, জামা'ত হিসেবে এ জামা'তের অবস্থা কেমন, এদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, এরা কোথাও উগ্রপন্থী নয়তো? তাই তাদের মাঝে কিছু দ্বিধা ছিল। অমুসলিমদের এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং এমন দ্বিধা আমি পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ্য করেছি। অর্থাৎ, আমরা যদি মুসলমানদের এই অনুষ্ঠানে যাই, তবে না জানি কী হবে? হয়তো আমাদেরকে সন্ত্রাসের সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু এরা আমাকে বলেছেন, আপনাদের অনুষ্ঠানে যোগ দানের পর আমরা জানতে পেরেছি যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ছিল। তারা আমাকে বিভিন্ন স্থানে বলেছে এবং এভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, আপনার এ সব কথা শুনে আমরা জানতে পেরেছি, ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ও শান্তিপূর্ণ ধর্ম। এটি ভালোবাসার প্রচার ও প্রসারকারী ধর্ম, গুটিকতক মানুষের কু-কীর্তিকে ইসলামের প্রতি আরোপ করা উচিত নয়।

এখানেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও এমন মানুষের সাথে দেখা হয়, যেভাবে আমি বলেছি যে, তারা এমন মতামত প্রকাশ করে থাকে যে, এখানে এসে, আপনাদের কথা শুনে ইসলাম সংক্রান্ত আমাদের যে সন্দেহ এবং রক্ষণশীল মনোভাব ছিল, তা কেবল দূরই হয় নি, বরং এখানেও কেউ কেউ এ কথা বলেছেন যে, কোন ধর্মের প্রতি যদি কখনো আমাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয়, তাহলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দিকেই আমরা আসব। আমাদের কাছ থেকে ইসলামের কথা শুনে কিভাবে মানুষ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে, এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি।

প্রথম মসজিদ সম্ভবত ওয়াল্ডশটের মসজিদ ছিল। সেখানে আগত এক ব্যক্তির নাম হল, সাইমন ক্লোজ। তিনি বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আজ আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে। জিহাদের সত্যিকার অর্থ সম্পর্কে আজকে আমি অবগত হয়েছি। জিহাদের এ সব প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এখন আর কোন কারণ নেই যে, জিহাদ শব্দ শুনেই আমরা ভয় পাব। এতে ভীতিকর কোন দিক নেই। এখানে আসার পূর্বে আমার ধারণা ছিল আর আশঙ্কাও ছিল যে, এখানে আমার উপর সন্ত্রাসী হামলাও হতে পারে। তাই আমি প্রথমে আমন্ত্রণ পাওয়ার পর না আসারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু এরপর আমার এক বন্ধু, যিনি জামা'ত সর্ম্পকে ইন্টানেটে পড়েছেন এবং ভিডিও দেখছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছন যে, এরা খুবই শান্তিপ্রিয় মানুষ এদের অনুষ্ঠানে যেতে পার, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ভীত ও ত্রস্ত ছিলাম। তথাপি আমি আনন্দিত যে, এই অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিতে পেরেছি আর যোগ দেওয়ার পরেই জানতে পেরেছি যে, তোমরা প্রাণহারী নও বরং প্রাণদায়ী। মানবীয় সহানুভূতি এবং মানব সেবার মাধ্যমে তোমরা পৃথিবীকে জীবিত করছ।

একজন ছিলেন, ফ্রান্সের ড. ফ্রাইস। তিনি বলেন, আজকে আমি সেই ইসলাম দেখেছি, যা ঘৃণার মাধ্যমে নয়, বরং ভালোবাসার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করছে।

অন্য মসজিদের উদ্বোধনের সময়ও এক ভদ্র মহিলা বলেন, আজকে আমি যে সব কথা শুনেছি, তা কোন মুসলমান নেতার মুখে পূর্বে কখনো শুনি নি। এক ভদ্র মহিলা বলেন, আজকে আমি জানতে পেরেছি, ইসলাম একটি শান্তি, উদারতা এবং ভালোবাসার ধর্ম। আর আমি জানতে পেরেছি যে, ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকার কতটা সংরক্ষণ করে।

এক সিরিয়ান মুসলমান উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দান করেছিলেন, তিনি বলেন, আজকের দিনটা আমার জন্য খুবই আবেগঘন । এখানে আসার পূর্বে আমাকে বলা হয়েছে, আহমদীরা মুসলমান নয় আর তাদের কুরআনও ভিন্ন, সচরাচার এ ধারণাই মানুষের মাঝে বিরাজমান রয়েছে। কিন্তু আজকে আমি প্রথমবার বুঝতে পেরেছি যে, এ সব কথাই মিথ্যা আর আহমদীরা সেই একই কুরআন পড়ে ও মানে এবং সেই রসূল (সা.) কেই মানে, যাকে মুসলমানেরা মেনে থাকে। পুনরায় আমার সাথে সাক্ষাতের পর বলেন, যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাতের পর খুব সম্ভব এখন আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করব।

এখানে যখন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তার স্থাপন করা হয়, তখন এখানে আগত অতিথিদের মাঝেও একই ধ্যানধারণ ছিল। অনুরূপভাবে, মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, এখন আমি আবেগের আতিশয্যে অভিভূত। জামা'তে আহমদীয়ার খলীফার কথা শুনে, বিশেষ করে সেখানে হুযূর বলছেন যে, (আমি আমার বক্তৃতায় যে সব কথা বলেছি, সেগুলো সম্পর্কে তিনি বলেছেন। আমি দুটি জান্নাতের ধারণা তুলে ধরেছি, বরং ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে বলেছি যে) এ পৃথিবীতেও জান্নাত আছে আর পরকালেও। তিনি বলেন, দুই জান্নাতের যে ধারণা, এ পৃথিবীতেও জান্নাত রয়েছে আর পারলৌকিক জান্নাতও রয়েছে, এর ব্যাখ্যায় আমি খুবই অভিভূত। আর মানুষ কিভাবে ইহলৌকিক জান্নাত লাভ করতে পারে, যা পারলৌকিক জান্নাতের পূর্ব লক্ষণ এবং পূর্ব শর্তে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এটিও বলেছেন যে, আজকে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়েছি আর এটিও জানতে পেরেছি যে, ইসলাম পারস্পারিক প্রাপ্য ও অধিকার প্রদানের প্রতি জোর দেয়। তিনি বলেন, এ সব কিছু যদি জগদ্বাসী বুঝতে পারে, তাহলে পৃথিবীতে শান্তি, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি যখন তার সাথে কথা বলি, তখন তিনি এতটা আবেগ আপ্লুত ছিলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, এর বেশি বলার মত শক্তি এখন আমার নেই।

এখন দেখুন! একজন খ্রিষ্টান ভদ্র মহিলা মুসলমানদের একটি অনুষ্ঠানে এসেছেন, পূর্বে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জানতেন না, জানা ছিল না। বরং আমীর সাহেবও বলেছেন যে, এ সম্পর্কে তার জানা ছিল না। কিন্তু তিনি সন্ধান করছিলেন যে, এগুলো কোথায় আছে? তিনি ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষিত মহিলা, তথাপি কথা শুনার পর এতটা আবেগ আপ্লুত ছিলেন যে, আবেগ সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরেই ছিল। অতএব, ইসলামী শিক্ষা এত সুন্দর যে, আমাদেরকে কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আরেক ভদ্র মহিলার নাম, মিস. ইস্তার। তিনি বলেন, আজকে আপনাদের খলীফা আমার সেই সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন, মনের মাঝে যে সব প্রশ্ন নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম। তিনি বলেন, আজকে এত সুন্দর কথা শুনেছি আর শুনে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু অসম্ভব নয় যে, আগামী কাল ইসলামকে দুর্নামকারী কোন ব্যক্তি হয়তো দণ্ডায়মান হবে আর ইসলামের নামে কোন সন্ত্রাসী হামলাও করে বসবে এবং মানুষ তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে আর এই শান্তিপূর্ণ বাণী ও বার্তাকে ভুলে যাবে। এটিই আমার দুঃখ।

অতএব, মানুষের হৃদয় এমন ধ্যাণধারণার উদয় হচ্ছে। এমন আরো অনেক মন্তব্য রয়েছে। সব জায়গা থেকেই এ ধরণের মন্তব্য এসেছে আর এ

ভদ্র মহিলা যেভাবে বলেছেন, মানুষ শান্তিপূর্ণ বাণী ও বার্তাকে ভুলে যাবে। এটিই বাস্তব সত্য আর এমনই হয়ে আসছে আর প্রচার মাধ্যম এ চেষ্টাই করে যে, ইসলামের সুন্দর চিত্র যেন পৃথিবীর সামনে কখনোই ফুটে না উঠে। তাই আমাদের কাজ হল, এ বাণীকে, যা প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সন্ধি এবং আল্লাহ্‌ও বান্দার অধিকার প্রদান সংক্রান্ত বাণী, এর প্রচারে চেষ্টা অব্যহত রাখা। ইসলামের নামে সমস্ত নেতিবাচক কর্ম , যা তথাকথিত কিছু মুসলমান করে চলেছে। এরপর ইসলামের ইতিবাচক শিক্ষা তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সব অতিথি এসেছেন বা যাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সাথে এখন স্থায়ী যোগাযোগ রাখা উচিত। এ সব মানুষের উপর যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা কেন পড়ল আর এর কারণ কী? আমরাও তো একই কুরআন পড়ি, যা অন্যান্য মুসলমানরা পড়ে, আমরাও সেভাবেই নামায পড়ি, যেভাবে অন্যরা পড়ে, একই শরিয়তের মান্যকারী, যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর তাঁকে আমরা আখেরী বা শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। এ সব কিছু এ জন্য হয়েছে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছি আর যেভাবে আমি বলেছি, তিনি (আ.) ইসলামের প্রকৃতরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরে বলেছেন যে, এটিই হল, প্রকৃত কুরআনী শিক্ষা, যার প্রচার, প্রসার এবং বিস্তারের নিমিত্তে কাজ করা সকল আহমদীদের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য।

অতএব, যেখানে আমাদের নিজেদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, সেখানে তাঁর পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারেরও প্রয়োজন রয়েছে। এটি আমাদের কাজ, বরং আমাদের দায়িত্ব।

যেভাবে আমি বলেছি, মারবার্গের মসজিদের ভিত্তি প্রস্তার স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে অনেক মুসলমানদের মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং ছাত্ররা ছিল। ভাইস চ্যান্সেলরও এসেছেন। তার মতামত এবং অভিব্যক্তি আমি তুলে ধরেছি। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন মিশরীয় প্রফেসরও এসেছিলেন, যারা ইসলামিয়াত ও আরবী পড়ান। আমার জিজ্ঞেস করার পর একজন বলেন, তারা ইসলামিয়াত ও ইসলামী দর্শন পড়ায়। আমি জিজ্ঞেস করি যে, আপনারা কি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই, 'ইসলামী উসূল কি ফিলোসফী' তথা 'ইসলামী নীতিদর্শন' পড়েছেন? তারা উত্তর দেন, না। আমি বললাম, এ বইটি অবশ্যই পাঠ করুন। কেননা, আপনারা এদিক সেদিক থেকে যতই জ্ঞান অর্জন করুন না কেন, এটি ছাড়া ইসলামী শিক্ষার গভীর দর্শন বুঝা সম্ভবই নয়। আমি আশ্চর্য হলাম যে, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশাআত তাকে সাথে এনেছেন আর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের একজন ছাত্রও হয়তো ছিলেন বা আছেন। যাহোক, উভয়ের সাথেই তার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এটি জানা সত্ত্বেও যে, তারা কী পড়ান আর কোন বিষয়ে তাদের আগ্রহ, তাদেরকে তিনি এই বইটি দেন নি। আমি তাকে বললাম, এখনই এই বই দেওয়ার দেয়ার ব্যবস্থা করুন। গতকাল তার চিঠি এসেছে যে, এ বই তিনি তাদেরকে পাঠিয়েছেন, আরবীতে পাঠানো উচিত ছিল। নিজেদের ভাষায় তারা বেশি বুঝবেন। এটি এমন একটি পুস্তক, যা সম্পর্কে অনেক আরব আমাকে লিখেছে যে, এটি পড়ে আমরা ইসলামের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছি। অনেক খ্রিষ্টান এবং অন্যরাও লিখে থাকে যে, এ পুস্তক আমাদের অবস্থা পাল্টে দিয়েছে। জনাব মোস্তফা সাবেত মরহুম, জামা'তের অনেক বড় একজন আলেম ছিলেন, বরং অনেক গভীর জ্ঞান ছিল তার। ইসলামের গভীর জ্ঞান তিনি রাখতেন। তিনিও এটি বলতেন যে, তাকে আহমদীয়াতের ভুবনে আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে, এ পুস্তক। অতএব, শিক্ষিত লোকদের সাথে যখন যোগাযোগ হয়, তখন এ পুস্তকটি অবশ্যই দেওয়া উচিত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া কিছু ছেলেমেয়ে মনে করে, হয়তো পুরোনো ফিকাহ্‌বিদ বা আলেমদের বই-পুস্তক পড়ে বা পুরোনো ইমাম এবং ওলীদের কথা পড়ে তাদের জ্ঞান অনেক বেড়ে গেছে, এখন তাদের জ্ঞানের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। হয়তো এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সে বিষয়ে তাদের চেয়ে অ-আহমদী আলেমদের জ্ঞান বেশি। তাই এটি পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আপনারা আলেম হয়ে গেছেন। কারো মাথায় যদি এ পোকা থাকে, তাহলে সেই পোকা ঝেড়ে ফেলা উচিত। পুরোনো আলেম এবং ওলীদেরকে এখন বাদ দেন। প্রকৃত জ্ঞান এবং ইসলামের সঠিক চিত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্য পড়েই লাভ হওয়া সম্ভব। স্মরণ রাখবেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে সিদ্ধান্ত করেছেন, সেগুলোই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। তাঁর ধর্মীয় সাহিত্যের ভিত্তিতে জামা'তের খলীফাগণ যে তফসীর করেছেন, সেগুলোই প্রকৃত তফসীর, সেগুলো পাঠ করুন এবং নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)যুগের হাকাম ও মিমাংসাকারী আর ন্যায় বিচারক হিসেবে এসেছেন। এই কথাটি সব সময় আমাদের সামনে থাকা চাই। তাই তিনি যা কিছু বলেছেন, তা-ই সত্য আর ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত রূপ। তাই এই কথা মনে করবেন না যে, অন্যদের বই পড়ে, আলেমদের বা ফিকাহবীদদের বই পড়ে, পুরোনো ইমাম ও আলেমদের বই পড়ে আপনি আলেম হয়ে যাবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠ না করা পর্যন্ত আলেম হতে পারবেন না।

আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ যুগের সংশোধনের জন্য পাঠিয়েছেন, তখন এ উদ্দেশ্যে তাঁকে সরাসরি জ্ঞানও দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তাকে তার ঈমান থেকে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত উন্নতি করা উচিত। এই দায়িত্ব ভুলে গিয়ে সন্দেহে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। স্মরণ রেখ! সন্দেহ বা ধারণা কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন যে, إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (সূরা ইউনুস: ২৯) অর্থাৎ, সন্দেহ আর কু-ধারণা সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসতে পারে না। দৃঢ় বিশ্বাসই এমন একটি বিষয়, যা মানুষকে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ যদি সব বিষয়েই কু-ধরাণা করা আরম্ভ করে, তাহলে পৃথিবীতে এক দিনও তার কাটানো সম্ভব নয়। তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, সে হয়তো পানিও পান করতে পারবে না এই সন্দেহে যে, পানিতে কেউ বিষ মিশিয়ে দেয় নি তো? বাজারের কোনো জিনিসও খেতে পারবে না যে, এতে জীবননাশক কোন কিছু মেশানো হয় নি তো? এমন পরিস্থিতিতে এই ব্যক্তি কিভাবে জীবিত থাকতে পারে? তিনি বলেন, এটি একটি সাদা-মাটা উদাহরণ। অনুরূপভাবে, মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয়ে এই উদাহরণকে কাজে লাগাতে পারে। তিনি বলেন, নিজেই একটু ভাব আর নিজ অন্তকরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে, আমার হাতে যে তোমরা বয়আত করেছ, আমাকে মসীহে মওউদ এবং ন্যায় বিচারক হিসেবে মান্য করেছ, এই মান্য করার পরও আমার কোন সিদ্ধান্ত বা কর্মে তোমাদের হৃদয়ে যদি কোন সংশয়ের উদ্রেক হয় বা আক্ষেপ থাকে, তাহলে নিজের ঈমান সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখ। সেই ঈমান, যা সংশয় আর সন্দেহে কলুষিত, তা কোন সুফল নিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু যদি আন্তরিকভাবে তোমরা স্বীকার কর যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্যিই মিমাংসাকারী ও ন্যায় বিচারক, তাহলে তাঁর নির্দেশ, তাঁর মিমাংসা এবং তাঁর কাজের সামনে আত্মসমর্পণ কর, নীরব হয়ে যাও, যা বলা হয়েছে, তা মান, তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ, যেন তোমরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিসেবে গণ্য হতে পার। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনিই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, যিনি মসীহ্ মওউদ হয়ে আসবেন, তিনি তোমাদের ইমাম হবেন আর তিনি হাকাম বা মিমাংসাকারী ও ন্যায় বিচারক হবেন। এতেও যদি আশ্বস্ত হতে না পার, তাহলে আর কখন হবে? তিনি বলেন, এই রীতি মোটেই শুভ ও আশিসময় হতে পারে না যে, ঈমানও থাকবে আর হৃদয়ে কোন কোন সন্দেহও থাকবে। আমি যদি সত্যবাদী না হই, তাহলে যাও আর অন্য কোন সত্যবাদীর সন্ধান কর। আর নিশ্চিত হতে পার যে, এখন অন্য কোন সত্যবাদী পাওয়া সম্ভব নয়। অন্য কোন সত্যবাদী যদি না পাও, যা কখনো পাবে না, তাহলে আমার এতটা অধিকার আছে বলে আমি মনে করি, যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে দিয়েছেন। যারা আমাকে অস্বীকার করেছে আর যারা আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করে, তারা আমাকে চেনে নি। আর যে আমাকে গ্রহণ করেছে, আমার হাতে যে বয়আত করেছে, এরপরও যদি তার আপত্তি ও সন্দেহ থাকে, তাহলে সে আরো দুর্ভাগা, যে দেখেও অন্ধ সেজেছে। (অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি যে,মান্য করা সত্ত্বেও যদি হৃদয়ে কিছু সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে এমন ব্যক্তি দেখে অন্ধ হয়েছে আর সে বড় পাপী।) তিনি বলেন, আসল কথা হল,সমসাময়িকতা সম্মানকে খাটো করে। অর্থাৎ, একই স্থানে এবং সাহচর্যে বসবাস করলে সে ক্ষেত্রে মর্যাদা বুঝা যায় না, অবস্থান অনুমান করা যায় না। তাই তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, এ জন্য হযরত ঈসা (আ.) বলেন, নবী কেবল স্বদেশেই লাঞ্ছিত হোন। এটি থেকে বুঝা যায় যে, স্বদেশীদের হাতে তাঁকে কতইনা দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। অতএব, নবীদের সাথে এই সুন্নত এবং রীতি চলে আসছে। আমরা এটি থেকে কিভাবে মুক্ত থাকতে পারি না?

অতএব, কিছু মানুষ যে আপত্তি করে বা আপত্তির ছলে বলে, আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে বা মসীহ্ মওউদের বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করে তারা বলে, তার জাতির নেতারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে আর আহমদীদের বিরুদ্ধে সরকার রায় দিয়েছে যে, এরা মুসলমান নয়। আরবরাও অন্তর্ভূক্ত আর পৃথিবীর অন্যান্য জাতিও। এই যুক্তি বা মসীহ্ মওউদের এই প্রমাণটি যথেষ্ট যে, সকল জায়গায় সকল যুগে, সব জাতির মাঝে যখনই নবী এসেছে তার জাতির মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন, এই কারণে আমাদের বিরোধীদের পক্ষ থেকে আমাদের যা শুনতে হয়েছে, তা এই সুন্নত অনুসারে, এই রীতি অনুসারেই। নবীর বিরোধিতা বা মসীহ্ মওউদের বিরোধিতা এটি তাঁর সত্যতার প্রমাণ। কেননা, এটি খোদার রীতি, এমনই হয়ে থাকে। তিনি বলেন,

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ “ (সূরা ইয়াসিন, ৩১) অর্থাৎ, তাদের কাছে যখনই কোন রসূল এসেছে, তারা তাকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করেছে। বিরোধীদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, পরিতাপ!এরা যদি সচ্ছ মন-মানসিকতা নিয়ে আমার কাছে আসত, তাহলে আমি তাদের সেই সমস্ত কিছু দেখাতাম, যা কিছু খোদা আমাকে দিয়েছেন। সেই খোদা স্বয়ং তাদের প্রতি কৃপা করতেন এবং তাদেরকে বুঝাতেন কিন্তু তারা কার্পণ্য ও হিংসার আশ্রয় নিয়েছে, এখন আমি কিভাবে বুঝাব? হুযূর বলছেন, আমরা যারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী, আমরা যেহেতু মেনেছি এবং এসে গেছি, তাই সেই খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা আমাদের জন্য আবশ্যক। জাগতিকতায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। ইহজগৎ ক্ষণস্থায়ী, আমাদেরকে পরকালের চিন্তা করা উচিত। তিনি বলেন, মানুষ যদি আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে সত্য সন্ধানের জন্য আসে, তাহলে সব মিমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি অপলাপ ও দুষ্কৃতির মানসে আসে, তাহলে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, হুজাজুল কেরামায় ইবনে আরাবীর বরাতে লেখা আছে, মসীহ্ মওউদ যখন আসবেন, তখন তাঁকে প্রতারক ও অজ্ঞ আখ্যায়িত করা হবে। এমন কি বলা হবে যে, তিনি ধর্মের মাঝে পরিবর্তন সাধন করছেন । বর্তমানে এমনই হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, এখন এমনই হচ্ছে। এই ধরণের অপবাদ যে আরোপ করা হয়, এসব সন্দেহ থেকে তখনই মানুষের জন্য মুক্তি পাওয়া সম্ভব যখন সে নিজস্ব ব্যাখ্যার বই বন্ধ করে দিবে আর নিজে ব্যাখ্যা করা পরিত্যাগ করবে আর বই এক দিকে রেখে দিবে। বরং এর পরিবর্তে তার এই চিন্তা করা উচিত যে, এই ব্যক্তি সত্য কি না, এটি দেখ আর এটি নিয়ে চিন্তা কর। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর যে, এই ব্যক্তি সত্য কি না। তিনি বলেন, কিছু বিষয় মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উর্ধ্বে থাকে। কিন্তু যারা নবীদের প্রতি ঈমান আনে,সু-ধারণা পোষণ করে এবং ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে সময়ের অপেক্ষায় থাকে, খোদা তা’লা তাদের সামনে প্রকৃত সত্য উন্মোচন করেন।”

তিনি বলেন, “মহানবী (সা.)-এর যুগে সাহাবীরা প্রশ্ন করতেন না। বরং কারো প্রশ্ন করার অপেক্ষায় থাকতেন। তখন তারা নিজেরাও উপকৃত হতেন। আর তারা নিজেরা থাকতেন নীরব এবং অবনত শির, নীরবে অবনত শিরে বসে থাকতেন, প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা দেখাতেন না। সবচেয়ে সঠিক এবং নিরাপদ রীতি হল, শ্রদ্ধাশীল হওয়া, যে ব্যক্তি নবীকে শ্রদ্ধা করার বিষয়ে যত্নবান নয় এবং শ্রদ্ধার রীতি অবলম্বন করে না, সেই ব্যক্তির ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।” (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭২-৭৫) তিনি তাঁর মান্যকারীদের নসীহত করেছেন যে, কুধারণা করা উচিত নয়, অনর্থক প্রশ্ন করা উচিত নয়।

প্রথম কথা হল, আমাদের কোন হীনমন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয়। যেভাবে পূর্বেই বলেছি, কিছু বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোনো বুযুর্গ এবং ওলী-উল্লাহদের মতামত যদি থেকেও থাকে, তাহলে এই মিমাংসাকারী এবং ন্যায় বিচারকের সামনে তা কোন অর্থ রাখে না, মসীহ্ মওউদ (আ.) যদি সেসব বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। এই সব পুণ্যবান ব্যক্তিরা নিজ নিজ সময়ে ইসলামের জন্য কাজ করেছেন আর অনেক কাজ করেছেন আর উম্মতকে বা স্বস্ব গন্ডিতে সেই পূণ্যবান প্রবীণরা উম্মতের দেখা শোনা করেছেন। কিন্তু এখন যেখানে খাতামুল খুলাফা, খাতামুল আউলিয়া আর শেষ যুগের মুজাদ্দেদ এবং হাকাম ও আদল অর্থাৎ, প্রকৃত মিমাংসাকারী ন্যায় বিচারক এসে গেছেন। এখন তাঁর জ্ঞান এবং ইসলাম সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, সেটিই সত্য আর বাকী সব ভ্রান্ত। আর বয়আতের পর এটি আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। এটি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। এটিই প্রকৃত শিক্ষা, যা জগদ্বাসী এখন পছন্দ করে। আমি যেভাবে বলেছি, তা কেন পছন্দ করে? এর কারণ হল, আমরা সেই ইসলাম উপস্থাপন করি, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন। এর কিছু দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরেছি আর এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

যেভাবে আমি বলেছিলাম, দ্বিতীয় কথা এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, যে সমস্ত বই পুস্তক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রেখে গেছেন, তা পাঠ করা এবং জ্ঞান অর্জন করাই হল, প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পথ। অতএব, নিজেরাও পড়ুন আর অন্যদেরকেও দিন, যাদের সাথে গভীর সম্পর্ক আছে, যারা নেক প্রকৃতির, তাদের বই পুস্তক দেওয়া আবশ্যক আর দৈনন্দিন বিষয়াদী এবং দৈনন্দিন জীবনে এ সব বই এর বরাতে কথা বলা উচিত আর এগুলো আবশ্যক।

সব আহমদীর উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তককে কাজে লাগানো, এর থেকে উপকৃত হওয়া। আর এর প্রচার, প্রসারও করা উচিত। আমাদের এটি নিয়ে ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয় আর আমরা ভ্রুক্ষেপ করিও না যে, জগদ্বাসী কী বলবে, অমুসলিমদের মাঝে বা জগৎ-পুজারীদের মাঝে আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা রয়েছে? নবীরা বা ঐশী মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে তখন আসেন, যখন পৃথিবীতে বস্তুবাদিতা ছেয়ে যায় আর ধর্ম বিকৃতির শিকার হয়ে যায়। আর পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ জাগতিকতায় লিপ্ত হয়ে ধর্মকে ভুলে যায়। আর মহাপুরুষের কাজ হল, মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে মেনে আমরা জগতের সংশোধনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি। তাই,বিরোধিতাও হবে, জগদ্বাসী জাগতিক স্বার্থ এবং জাগতিক ভোগ-বিলাসের জন্য আইন প্রণয়ন করে, সেই আইন যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশের পরিপন্থী হয়ে থাকে, তাহলে আইনের গণ্ডিতে থেকেই আমাদেরকে জগদ্বাসীর সংশোধন করতে হবে এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে হবে। এই সম্পর্কে কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর এই কাজ করতে হবে প্রজ্ঞা এবং হিকমতের সাথে।

অতএব, আমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। যা ভুল, যাকে ধর্ম ভ্রান্ত আখ্যায়িত করেছে সেটিকে আমরা ভ্রান্তই বলব। সব আহমদীর হৃদয়ে এ কথা গেঁথে নিতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশি প্রশ্ন করতে বারণ করেছেন। এই যুগের লোকদেরকে উদাহরণ দিয়ে বারণ করেছেন যে, বেশি প্রশ্ন করা উচিত নয়। এর কারণ হল, এরফলে পূর্ণ আনুগত্য করা সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, অন্যরা এসে প্রশ্ন করে আর উত্তরে ঈমান আনয়নকারীরাও আশ্বস্ত হন। অন্যের চেহারা দেখে বুঝার ক্ষমতা নবীর মাঝে এমনভাবে থাকে যে, আগমনকারীদের প্রশ্নের উত্তর এ বিষয়টি মাথায় রেখে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিব নগন্য দাস সত্ত্বেও কিছু আগমনকারী যদি আমার সম্পর্কে এ কথা বলতে পারে যে, আমার মনে যে সব প্রশ্ন ছিল, এ বক্তৃতা আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দিয়েছে, তাহলে নবী তো চেহারা পড়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি দক্ষ ছিলেন, তাই সুক্ষ্মতার সাথে উত্তর দিতেন। এটি মনে করবেন না যে, উত্তর নেই, উত্তর অবশ্যই আছে কিন্তু মান্যকারীদের উচিত আনুগত্যের মানকে উন্নত করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পূর্ণ আনুগত্য করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের উল্লেখও করেছেন।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৫৮৬ থেকে সংকলিত)

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে বসতেন আর বর্ণনায় এটিই দেখা যায় যে, মাথা নিচু করে বসে থাকতেন। কখনো নিজে কিছু বলেন নি আর প্রশ্নও করেন নি। প্রশ্নকারীরা যখন আসত, তাদের প্রশ্নের উত্তর থেকে তিনি উপকৃত হতেন, নোট করতেন। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বৈঠকে এমনিতেও যে সমস্ত কথা বলতেন, সেইগুলোও মনোযোগের সহিত শুনতেন, সেগুলো থেকে উপকৃত হতেন।

স্মরণ রাখবেন! আমি পূর্বেই বলেছি, এমন নয় যে, ইসলাম ধর্মে প্রশ্নের উত্তর নেই। বরং সব প্রশ্নেরই উত্তর রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তকাবলীতে, তাঁর বক্তৃতায় সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাই আমি বলেছিলাম আর বলে থাকি যে, পড়া উচিত। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এগুলো পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়াদী রয়েছে বা দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদী বা জ্ঞানগর্ভ অন্যান্য বিষয় রয়েছে। এ সব বিষয়ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্যে দেখা যায়। খলীফারা এগুলোর বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এদিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, এগুলো পাঠ করুন এবং এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নসীহত করেছেন যে, তাঁর জামা’ত কেমন হওয়া উচিত এবং তাদের ঈমানের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত। এই প্রেক্ষাপটেও তাঁর কিছু উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করছি আপনাদের সামনে, যেন বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়,তা যেন আমরা পূর্ণ করতে পারি।নিজের জামা’তকে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

“যুগ ভয়াবহ বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন প্রকার শিরক, বেদাত এবং বেশ কিছু বিপত্তি দেখা দিয়েছে। বয়আতের সময় যে অঙ্গীকার করা হয় যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব, এই অঙ্গীকার খোদার সামনে করা হয়। (প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, এই অঙ্গিকার খোদার সামনে করা হয়।) তাই আমৃত্যু এর উপর যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করা উচিত। নতুবা নিশ্চিত হতে পার যে, বয়আত কর নি। আর এর উপর যদি প্রতিষ্ঠিত থাক,তাহলে আল্লাহ্ ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক বিষয়ে বরকত দিবেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে পুরোপুরি তাকওয়া অবলম্বন কর, যুগ খুবই স্পর্শকাতর। খোদার ক্রোধ প্রকাশমান, খোদার ইচ্ছা অনুসারে যে নিজের ভিতর পরিবর্তন আনবে, সে নিজের প্রাণ, পরিবার পরিজন এবং সন্তান-সন্ততিদের উপর করুণা করবে। আজকাল পৃথিবীর অবস্থা যে অধঃপতনের সম্মুখীন, সে দিকে দৃষ্টিপাত করে সবার খোদা তা’লার প্রতি অনেক বেশি বিনত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, দেখ! চাহিদা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ রুটি খায়, রুটির একটি টুকরা খেয়ে নিলে কি তার ক্ষুধা নিবারণ হবে? মোটেই না। আর যদি পানির এক ফোটা সে গলধঃকরণ করে, সেই এক ফোটা পানি কি তাকে আদৌ রক্ষা করতে পারবে? না, বরং সেই এক ফোটা

পানি পান করা সত্ত্বেও সে মরবে। তিনি বলেন, প্রাণ রক্ষার জন্য বা জীবিত থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু না খেলে সে জীবিত থাকতে পারবে না। জীবিত থাকার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য-পানীয় খেতেই হবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও মানুষের জন্য এ কথা প্রযোজ্য। তার ধার্মিকতার মাত্রা পরিতৃপ্তি পর্যায়ে নাপৌঁছা পর্যন্ত সে রক্ষা পেতে পারে না। ধার্মিকতা, তাকওয়া এবং খোদার নির্দেশের ততটা এতায়াত করা উচিত যেভাবে ক্ষুধা এবং পিপাসার নিবারণের জন্য যতটারুটি খেতে হয় এবং পানি পান করতে হয়। ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌র কিছু কথাকে না মানা, তার সব কথাকেই প্রত্যাখ্যানের নামান্তর। যদি একটা অংশ শয়তানের জন্য নির্ধারিত থাকে আর একটা অংশ আল্লাহ্‌র জন্য, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অংশীদারিত্বকে পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন খোদার দিকে ফিরে আসে। যদিও খোদার দিকে ফিরে আসা খুব কঠিন কাজ আর এক প্রকার মৃত্যুর নামান্তর কিন্তু জানা উচিত যে, জীবনও এতেই নিহত। যে নিজের ভিতর থেকে শয়তানী অংশ ছুড়ে ফেলে দেয়, সে কল্যাণমণ্ডিত মানুষ হয়ে থাকে, তার ঘর, তার নিজের প্রাণ, তার শহর, সর্বত্র তার বরকতে বরকত মণ্ডিত হয়। কিন্তু তার অংশে যদি কম আসে, তাহলে সেই বরকত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বয়আতের অঙ্গীকার কার্যকর করা না হবে, ততক্ষণ বয়আত কিছুই নয়। যেভাবে এক মানুষের সামনে মৌখিকভাবে অনেক কিছু বলার পর ব্যবহারিকভাবে যদি কিছুই না কর, তাহলে সে সন্তুষ্ট হবে না। আল্লাহ্‌র বিষয়ও এমনই, তিনি আত্মভিমানীদের মাঝে সবচেয়ে বড় আত্মাভিমানী। এটি কি হতে পারে যে, এক দিকে তাঁর আনুগত্য করবে আবার অপর দিকে তার শত্রুদেরও আনুগত্য করবে, এর নাম কপটতা। মানুষের উচিত, এই পর্যায়ে যধু-মধুর ভ্রুক্ষেপ না করে মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। দু'ধরণের পাপ রয়েছে, একটি হল, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, তাঁর মাহাত্ম্য না বুঝা, তাঁর আনুগত্যে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করা। দ্বিতীয়ত তাঁর বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল না হওয়া, তার অধিকার প্রদান না করা। কাজেই, উভয় প্রকার পাপ এড়িয়ে চল, আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। বয়আতের যে অঙ্গিকার করেছ, এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট দিবে না, গভীর মনোযোগের সহিত কুরআন পাঠ কর এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত হও। সকল প্রকার হাসি-ঠাট্টা এবং বৃথা ও পৌত্তলিকতাপূর্ণ বৈঠক এড়িয়ে চল। পাঁচ বেলার নামায কায়েম কর। বস্তুত খোদার এমন কোন নির্দেশ যেন না থাকে, যা তোমরা অবজ্ঞা করবে। দেহ পরিষ্কার রাখ আর হৃদয়কে সকল প্রকার অনর্থক হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখ। আল্লাহ্ তা'লা এ সব বিষয় তোমাদের কাছে চান। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৫-৭৬)

এখন সবার আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, সে কতটা বৃথা এবং পৌত্তলিকতাপূর্ণ বৈঠক থেকে নিজেকে দূরে রাখে। অনেকে এমন বলবে যে, আমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখি, আমরা পৌত্তলিকতাপূর্ণ বৈঠকে বসি না। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! যে কোন বৈঠক, যেমন- ইন্টারনেট বা টেলিভিশন অথবা এমন কোন কাজ বা বৈঠক, যা নামায এবং ইবাদতের বিষয়ে উদাসীন করে, তা আসলে পৌত্তলিকতাপূর্ণ বৈঠক।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনি (আ.) বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, পাঁচ বেলার নামায কায়েম কর আর নামায কায়েম করা বা-জামাত নামায পড়াকেই বলা হয় আর রীতিমত যথা সময়ে নামায পড়াকে কায়েম করা বলা হয়। আমি এই বিষয়ে যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এ ক্ষেত্রে আমার চোখে অনেক ঘাটতি পড়ছে। মানুষ আমাকে দোয়ার জন্য লিখে কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি নিজে দোয়া কর কি না, নামায পড় কি না, রীতিমত নামায পড়ছ কি না, এ উত্তর নেতিবাচক হয়ে থাকে বা অনেকেই বলে যে, চেষ্টা করছি। অতএব, দোয়ার জন্য যারা অনুরোধ করে, তারা যদি নিজেদের মাঝে কষ্ট দূরীভূত করার জন্য বেদনা সৃষ্টি না করে, তাহলে অন্যের ভিতর কিভাবে তার জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে বেদনা সৃষ্টি হতে পারে। হ্যাঁ, যদি নিজে দোয়া করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে,তাহলে অন্যের দোয়া কাজে আসে। রসূলে করীম (সা.) এই কথাই বলেছেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

অনুরূপভাবে যে সমস্ত সামাজিক ব্যাধি রয়েছে, আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার সেই মান অনেকের মাঝে দেখা যায় না, যা হওয়া উচিত, বরং হিংসা-বিদ্বেষ তাদের মাঝে দেখা যায়। অতএব, নিজের হৃদয়ে উকি মেরে দেখা প্রয়োজন। অন্যের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না যে, অন্যরা কেমন? আত্মসংশোধন করুন এবং নিজেকে দেখুন, নিজেকে যদি সংশোধন করেন, তাহলে বাকী সবগুলো ব্যাধি দূরীভূত হয়ে যাবে। কেউ দাবি করতে পারে না যে, আমি সকল অর্থে পাক এবং পবিত্র। অতএব, সব সময় নিজের ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতার জন্য আমাদেরকে ইস্তেগফার করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। আর আমরা যেন প্রকৃত অর্থে মসীহ্ মওউদ-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়, তা পালন করতে পারি।

আটের পাতার পর...

মানুষের মধ্যে ভালবাসার প্রসার ঘটানোর পরিবর্তে পৃথিবী ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং অন্যায়-অত্যাচার প্রসারে অনেক বেশি ভূমিকা রেখেছে। মানুষ নিজের ব্যর্থতার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে অপ্রস্তুত। প্রতেকে অপরকে দায়ী করছে এবং নিজেকে ছাড়া প্রত্যেককে পৃথিবীতে বিরজমান ভেদাভেদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ বলে গণ্য করে। আমরা বর্তমানে এক সীমাহীন বিশ্বাসহীনতার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছি। কেউই এর সঠিক অনুমান করতে সক্ষম নয় যে, আমাদের এই কর্মের অস্থায়ী এবং সুদূরপ্রসারী পরিণাম কি হতে চলেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমানে পৃথিবীতে ইসলাম ভীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ইসলামের স্বরূপ তেমন নয় যেমনটি মিডিয়াতে আপনারা শুনে বা দেখে থাকেন। ইসলাম সম্পর্কে আমার যা জ্ঞান আছে তা হল এই যে, ইসলামের শিক্ষা এর নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম শব্দের অর্থই হল শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভালবাসা। এই কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই ইসলামের শিক্ষামালা । তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, মুষ্টিমেয় ইসলামিক সংগঠন রয়েছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ যাদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং কর্মকাণ্ড এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যারা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিপরীতে ইসলামের নামে ভয়ানক অত্যাচার ও সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। অতএব এই সমস্ত বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখে আমি আপনাদের সামনে ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই স্থানটি যেখানে আপনারা আমাকে সাহস করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সেটি কোন ধর্মীয় স্থান নয়। এবং হয়তো আপনাদের মধ্যে অধিকাংশ ধর্মের প্রতি আগ্রহ রাখেন না, কিন্তু আইন-প্রণেতা হিসেবে আপনাদের সামনে হয়তো অনেক সময় এমন বিষয় এসে পড়ে যেগুলির প্রভাব ধর্মীয় মানুষদের উপর পড়ে থাকে। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদের সূরা আল-বাকারার ২৫৭ নম্বর আয়াতে স্পষ্টরূপে বলেছেন : ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বলপ্রয়োগ নেই ।এটি কতই না স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ শিক্ষা যা নিজের মধ্যে বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং চিন্তনের স্বাধীনতাকে কেন্দ্রীভুত করেছে। অতএব এটিই আমার বিশ্বাস এবং এটিই আমার শিক্ষা যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের পছন্দ মত ধর্ম অবলম্বন করার এবং তার উপর অনুশীলন করার মৌলিক অধিকার আছে, সে যে কোন দেশের বা শহরের বা গ্রামের হোক না কেন। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণভাবে নিজের ধর্ম প্রচার করার অধিকারও আছে। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে এই অধিকারটুকুর নিশ্চয়তা থাকাও বাঞ্ছনীয়। আইন-সভা এবং সরকারের উচিত, অপ্রয়োজনীয়ভাবে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা। নচেত এদের হস্তক্ষেপের কারণে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে এবং এর ফলে হতাশা ও অস্থিরতা তৈরী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বর্তমানে আমরা দেখছি কিভাবে মুসলমান দেশগুলি এই ধরণের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। এবং এই সব দেশে অস্থিরতা এবং ভেদাভেদের এটিই মূল কারণ। এর ফলে কেবল উগ্রপন্থী ধর্মীয় নেতা এবং সন্ত্রাসবাদীদের হিত সাধন হচ্ছে যারা মানুষের হতাশাকে কাজে লাগিয়ে বর্বরতা, নৈরাজ্য এবং অর্থহীন লড়াইকে প্ররোচনা দিচ্ছে। তথাপি একথাও বলা যেতে পারে না যে, প্রকৃত গণতন্ত্রের দাবিদার পাশ্চাত্যের দেশগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিরপরাধী। এটি দেখা গেছে যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অনেক সময় এমন আইন ও নীতি প্রণয়ন করা হয় যা বৈশ্বিক ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহনশীলতার পতাকাবাহক হওয়ার দাবীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অনেক সময় এমন আইন প্রণয়ন করা হয় যা এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী যে পাশ্চাত্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে নিজের ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে। মানুষের মৌলিক ধর্ম-বিশ্বাস এবং জীবনযাপন পদ্ধতিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করা সরকারের জন্য বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। যেমন-মহিলারা কেমন পোশাক পরিধান করবে তা নিয়ে সরকারের কোন মাথাব্যাথা থাকা উচিত নয়। ধর্মীয় উপাসনাগারগুলির গঠন কেমন হবে সে বিষয়ে তাদের কোন আইন বলবৎ করা উচিত নয়। যদি তারা নিজেদের শক্তির অপব্যবহার করে তবে এর ফলে সমাজে অস্থিরতা এবং নিরাশা জন্ম নিবে। আর যদি এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর মনোযোগ না দেওয়া হয় তবে তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি একথা মোটেই বলছি না যে, উগ্রবাদী শ্রেণীকে সহন করা উচিত, কিম্বা তাদেরকে নিজেদের মতবাদ ও ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসরণ করার অনুমতি দেওয়া উচিত। যখন এবং যেখানেই কোন ব্যক্তি নিজের ধর্মকে ভিত্তি করে জুলুম, অন্যায় এবং অপরের অধিকার আত্মসাৎ করে, দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে কিম্বা কোন প্রকারে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, তবে এমন নেতিবাচক কার্যকলাপকে কঠোর হাতে রোধ করা সরকার এবং প্রশাসনের একান্ত দায়িত্ব। এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসন, সভা-সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের উচিত দেশীয় আইন অনুসারে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা। তথাপি এমন ধর্ম-বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানের উপর অনাবশ্যকভাবে সরকারের হস্তক্ষেপ করা আমার দৃষ্টিতে অনুচিত যেগুলি শান্তিপূর্ণভাবে অনুশীলন করা হচ্ছে। (ক্রমশঃ...)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019, Vol. 2. Thursday, 25th May 2017 Issue No. 21

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872 224 757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

কানাডিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণ

হুযুর আনোয়ারকে মেম্বার অফ পার্লামেন্টগণের সম্মান ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন (ষষ্ঠ পর্ব)

এরপর কমিশনার জেমস জুগবি (যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-এর সঙ্গে ইনি যুক্ত) নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন: মহা সম্মানিত খলীফাতুল মসীহ, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এবং সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আপনাদের সকলের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি যারপরনায় আনন্দিত। আমি ওয়েস্ট কমিশন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-এর পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি। আমার কানাডার বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে বলতে চাই যে, আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যখন আপনাদের প্রধানমন্ত্রী সিরিয়ান শরণার্থীদেরকে সরলভাবে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানান। " নতুন গৃহে আপনাদেরকে স্বাগত"। এই বাক্যটি দ্বারা কানাডার মূল্যবোধ এবং প্রশাসনের প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপ সম্পর্কে আশু ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর কথাগুলি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমার পিতা একশ বছর পূর্বে শরণার্থী হয়ে মাউন্ট লেবানন থেকে সফর করে সিরিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে কানাডা প্রবেশ করেছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নিজের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যেহেতু সিরিয়ানদের জন্য মার্কিন ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধা ছিল। সেই কারণে আমার পিতা অবৈধভাবে মার্কিন দেশে কোন নথিপত্র ছাড়াই অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দশ বছর পর তাকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়। তিনি ১৯৪২ সালে মার্কিন মুলুকের নাগরিকত্ব অর্জন করেন। আমি তাঁর নাগরিকত্ব লাভের সনদ আমার দপ্তরে বাঁধিয়ে রেখেছি। এর সঙ্গে আমার আমেরিকার সদরের এপয়েন্টমেন্ট ফ্রেমে বাঁধানো আছে, যেটি থেকে বোঝা যায় যে আমি আমেরিকান কমিশনের মেম্বার। এটি আমার ব্যক্তি জীবনের ঘটনা। এই দিক থেকে কানাডাও আমার দেশ। এর থেকে প্রমাণ হয় যে আমি প্রগতিশীল। এর দ্বারা কানাডার মানুষের শান্তিপ্রিয়তা এবং মানুষকে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা প্রদানের ইচ্ছাশক্তি প্রমাণিত হয়। এটি এমন একটি শক্তি যা আমরা প্রত্যেকেই কামনা করি। আমরা যারা আপনাদের সকলের সঙ্গে কানাডায় থাকি তারা প্রত্যেকেই এই সকল মূল্যবোধকে সম্মান দেয়।

খলীফাতুল মসীহ! আমেরিকান কমিশন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-এর পক্ষ থেকে এই বিশেষ সম্মান লাভ করেছি যে, আমি আজ আপনাদের সঙ্গে আছি। জামাতের সঙ্গে মিলে সেবা করার কমিশনের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আহমদীয়া জামাতের এই বিষয়টি আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে যে, আপনারা নিজে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য অত্যাচারিতদের প্রতি আপনারা অত্যন্ত সদয়। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সহনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু আহমদীয়া জামাত তাসত্ত্বেও সহিষ্ণুতা এবং মানবীয় মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে চলেছে।

আপনাদের মত আমিও বিশ্বাস করি যে, শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে নিজের ধর্মের উপর অনুশীলন করা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। এটিকে সম্মান দেওয়া উচিত। প্রশাসন বা প্রশাসনের কোন ব্যক্তির এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। পরিতাপের সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে যে, এই স্পষ্ট সত্যকে আমল দেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে এটিও পরিতাপের বিষয় যে, একদিকে আমরা সকলে জানি যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার, কিন্তু এই মৌলিক অধিকারকে বার বার পদদলিত করা হয়, এক্ষেত্রে আমরা সকলেই দোষী। অতএব আমাদের উচিত বিনয়ের সাথে, কিন্তু স্ফূর্তিসহকারে এই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। আমাদের মধ্যে কিছু মানুষের অধিকার হরণ করা হয়। এটি একটি প্রমাণসিদ্ধ বিষয় যে, পৃথিবীতে অনেককে হুমকি দেওয়া হয় এবং ভয়ানক নির্যাতন করা হয় কেবল এই কারণে যে, তারা নিজেদের ধর্ম অনুশীলন করছে। এটি স্পষ্ট যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতকেও বিভিন্ন দেশে নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হয়ে থাকে। পাকিস্তানে আহমদীরা দেশের স্বাধীনতালাভ এবং উন্নতিতে অশেষ অবদান রেখেছে, শুধু তাই নয় এক্ষেত্রে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে। এসব কিছু সত্ত্বেও এই দেশের সংবিধান ও আইন তাদেরকে বিবিধ মৌলিক বিষয়ে বাধা দেয়। যেমন- তারা নিজেদের উপাসনালয়কে মসজিদ বলতে পারে না, অন্যান্য নামাযিদের মত নামায পড়তে পারে না, কুরআন করীমের কোন অংশ কাউকে শোনাতে পারে না বা নিজেদের ধর্মমতের প্রসার ও প্রচার করতে পারে না। আহমদীদেরকে মসজিদ নির্মাণেও বাধা দেওয়া হয় এমনকি জলসা করতে বাধা রয়েছে। সেখানে তারা নিজেদের ভোটাধিকারও প্রয়োগ করতে পারে না। পাকিস্তান আহমদী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন-খৃষ্টান, হিন্দু এবং শিয়াদের প্রতি ভয়াবহ নিপীড়ন বন্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আহমদীদের বিরোধীতা কেবল পাকিস্তান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। জামাত আহমদীয়া ইন্ডোনেশিয়া, সউদী আরব, মিশর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও কঠিন পরিস্থিতির সম্মূখীন। এই সকল বিরোধীতা সত্ত্বেও জামাত আহমদীয়া নিজেদের নীতির উপর অবিচল রয়েছে। তারা নিজেদের উপর হওয়া অত্যাচার কেবল সহনই করে না, বরং এটি এমন একটি জামাত যে অন্যান্য অত্যাচারিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের জন্যও লড়াই করে।

মহা সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমি আপনাদের সকলকে মানবতার সেবা করার জন্য সাধুবাদ জানাই। আমি এজন্যও সাধুবাধ জানাই যে, আপনারা এমন মূল্যবোধের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছেন যেগুলিকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানি। এটি এমন মূল্যবোধ যেন নারী-পুরুষ স্বাধীনতা লাভ করে এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। সেই সমস্ত মানুষের অধিকারের প্রতি যেন মনোযোগ নিবদ্ধ হয় যারা অত্যাচারের শিকার। আমরা যেন তাদের অধিকার রক্ষা করি যাতে তারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মের আচার-অনুশীলন করতে পারে।

এরপর আহমদীয়া ফ্রেন্ডশিপ এসোসিয়েশনের নেতা জুডি সিগরু সাহেবা একটি প্রেজেন্টেশন দেন। মহাসম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আসসালামো আলাইকুম, আমীর সাহেব, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রিয় বন্ধুগণ! আমাদের ফ্রেন্ডশিপ এসোসিয়েশনের বন্ধুদেরকে আসসালামো আলাইকুম। এখানে খলীফাতুল মসীহর উপস্থিতি আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। এখানে এসে আমি যারপরনায় আনন্দিত। এখানে এসে খুব ভাল লেগেছে। আপনারা অবগত আছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের বিস্তারে কানাডার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এটি সেই নীতি যার উপর ভিত্তি করে আপনাদের সম্প্রদায় এগিয়ে চলেছে। ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর পরে। এই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে আমি খলীফাতুল মসীহর জন্য একটি ছোট্ট উপহার নিয়ে এসেছি, যেহেতু তিনি আমাদের মাঝে আগমণ করেছেন। আপনার গুরুত্বপূর্ণ বার্তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনি পার্লামেন্টের সদস্যদের পথ-প্রদর্শন করেছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আপনাকে কানাডিয়ান চার্টার ফর রাইটস এন্ড ফ্রিডম-এর একটি ফ্রেম উপহার দিব যার উপর প্রধানমন্ত্রী সাক্ষর করেছেন। আমি জানি এটি আপনার খুব পছন্দ হবে। পার্লমেন্টিরিয়ন ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের পক্ষ থেকে আমি এটি আপনাকে উপহার দিতে চাই।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

সমস্ত সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম রহমোতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক। সর্বপ্রথমে আমি আপনাদের সকলকে এবং বিশেষ করে জুডি সিগরু সাহেবাকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি কোন রাজনিতিক ব্যক্তিত্ব নই, কোন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাও নই, বরং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব-নেতা যেটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জামাত। কে কোন পৃষ্ঠভুমি থেকে এসেছে এমন বিষয়াদিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমরা মানবতার কারণে ঐক্যবদ্ধ। মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীকে শান্তিনীড়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত জাতি এবং সংগঠনকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করতে হবে। যদি মানবীয় মূল্যবোধ এবং মানবাধিকার পৃথিবীর কোন একটি দেশে বা একটি বিশেষ অঞ্চলে পদদলিত হয় তবে তার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অংশও প্রভাবিত হয় এবং এই অত্যাচার ও অনাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর কোন অংশে যদি বা কোন একটি দেশে মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই অঞ্চলের সমৃদ্ধি ঘটে তবে তার সদর্থক প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের উপরও পড়বে।

হুযুর আনোয়া (আই.) বলেন: বর্তমানে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় নিত্যনতুন সংযোজনের কারণে আমরা পরস্পরের অনেক নিকটে চলে এসেছি। এখন আমরা আর ভৌগলিক রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, একে অপরের সঙ্গে এমন নীবিড় যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রতিনিয়ত পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ঐক্যবদ্ধ হওয়া

এরপর সাতের পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir